জ্বিন-যাদু-ওয়াসওসা ও বদনজরের
সুন্নাহ ভিত্তিক চিকিৎসা
রুকিয়াহ শারিয়াহ

The Prophetic Medicine
Ruqyah Syariah

(Spiritual Healing Treatment of Jinn Affication, Black Magic and Evil Eye In The Light Of Qur`an & Sunnah)

সংকলক: আব্দুছ ছবুর চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, হিজামা এন্ড রুকিয়াহ ফাউন্ডেশন; কো-অর্ডিনেটর, এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS); ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।

প্রকাশনায়: হিজামা এন্ড রুকিয়াহ ফাউন্ডেশন

Since 2013

সার্বিক সহযোগীতায়: হিজামা এন্ড রুকিয়াহ একাডেমী বাংলাদেশ

চতুর্থ প্রকাশ: মে ২০১৯; প্রথম প্রকাশ: ২০১৫ ঈসায়ী

বুকলেটটি বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র মুদ্রণ খরচ দিয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংগ্রহ করা যাবে।

প্রাপ্তিস্থান:

হিজামা এন্ড রুকিয়াহ ফাউন্ডেশন :

ঢাকা (উত্তরা) **01972 668345;** ঢাকা (আদাবর) **01727 696269**

সিলেট (কুমারপাড়া) **01704 992056**

হিজামা থেরাপী এন্ড রুকিয়াহ সেন্টার :

সিলেট (শাহপরান) **01715 525747**

শুরু কথা:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করতঃ তাঁর নিকটে ক্ষমা ও সঠিক পথের সন্ধান কামনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং অসৎ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন অন্য কেউ তাকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারবে না। এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ বা ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ সুবহানাহু তা 'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন, 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ' । *{আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮২}*।

কুরআনুল কারিমের মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার শেফা ও নিরাময় রয়েছে। অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীতে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা বা আদর্শ' । *{আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত-২১}*

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বিভাগ রয়েছে। জ্বিন, যাদু, বদনজর, বিষাক্ত প্রাণীর ছোবল ও বিভিন্ন প্রকারের রোগ থেকে আত্মরক্ষা ও প্রতিষেধক হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ মধ্যে চিকিৎসা রয়েছে।

আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে জ্বিন-যাদু-চোখলাগা-ওয়াসওসার চিকিৎসা "রুকিয়াহ শারিয়াহ" কিছু দিক ও বিভাগ তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তবে পাঠকবর্গ জেনে খুশি হবেন যে, আমরা উক্ত বিষয়ের শুধু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হইনি। বরং বাস্তবে আমলের জন্য "হিজামা এন্ড রুকিয়াহ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেছি। যা

২০১৩ সালের ডিসেম্বর হতে সার্ভিস দিয়ে আসছে। আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে এটাই প্রথম প্রতিষ্ঠানিক সুন্নাহ ভিত্তিক হিজামা ও রুকিয়াহ চিকিৎসা কেন্দ্র।

আমাদের সমাজে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে অসংখ্য বিভ্রান্তি রয়েছে। এমনকি শরিয়তি চিকিৎসা বিভাগেও ব্যাপক বিভ্রান্তি মহড়া চলছে। এক শ্রেণীর লোক শরিয়তী চিকিৎসার নামে সমাজে কুফরী-শিরকী মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুক যাদু-টোনা ও তাবজাতীর অবৈধ্য চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেন: "হে মুমিনগণ! অধিকাংশ আলেম ও ধর্মযাজকগণ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে-বাতিল তরিকায় ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে....." *{আল-কুরআনুল কারীম, সূরা তাওবা, আয়াত-৩৪}।*

আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ পরিপন্থি কাজ কখনো ইসলামী হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম এর বুঝ-সমঝ মতে কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে হবে। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণ সবাই এই সহীহ তরিকার অনুসারী ছিলেন।

মুমিন কোনদিন এ কথা মনে করবেনা যে, রাকী 'ই (রুকিয়াকারী) তাকে সুস্থ করে দিয়েছেন, বরং ইয়াক্বীন করবে যে, আল্লাহর কালামের রুকিয়া 'ই তাকে ভাল করেছে, কেননা রাকী 'র হাতে কিছুই নেই, বরং "রাকী" কেবল ডাক্তারের মত চিকিৎসা করেছেন মাত্র, আর আল্লাহই রোগীকে শিফা দিয়েছেন।

তিনটি কথা ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে,

১। রুকিয়া করার সাথে সাথে রোগ কমে যাবে না, বরং রাকী 'র পক্ষে রোগ চেনা বা ডায়গনোসিস করে সুচিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

২। কোন কোন রোগীর জন্য একাধারে অনেকবার রুকিয়ার প্রয়োজন হতে পারে, কোন অবস্থায় অধৈর্য হওয়া যাবে না। রাকী 'র মাধ্যম রুকিয়া করতে না চাইলে নিজে নিজে রুকিয়া করতে পারেন। নিজের রুকিয়া নিজে করতে পারলে তা অতি উত্তম।

৩। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া রুকিয়া -এর কোন শক্তি নেই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমাদের লক্ষ্য হলো হক প্রকাশ ও বর্ণনা করা। আমাদের আকাংক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমাদের এই পুস্তকে যদি কেউ সত্য ও হক্ব এর বিপরীত কোন কিছু পান তাহলে আমাদেরকে সত্যের উপদেশ দেওয়া তার পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ সে বান্দার সাহায্যে আছেন যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতা, ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করুন, নেক আমলের তাওফীক দান করুন, শান্তির পথ প্রদর্শন করুন। মুহাম্মদ (সা.) এবং তার বংশধর, সাহাবা ও তাবেঈনের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সংকলক

আব্দুছ ছবুর চৌধুরী

•• রুকিয়ার মাধ্যমে যে সব রোগের চিকিৎসা করা যায়:

• কালো যাদু, Black Magic, Sihir, বদ নজর, Evil Eye, জ্বীনের আছর, Jinn affliction, গর্ভ ধারণে অক্ষমতা, গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর অমিল/অহেতুক ঝগড়া, মস্তিষ্ক বিকৃত বা পাগল, আসক্তিকারী বা ভালবাসা সৃষ্টিকারী যাদু, যৌন অক্ষমতা বা যৌনশক্তি নষ্ট করা বা সহবাসে অক্ষম, নিঃসন্তান বা বন্ধাত্ব, বিবাহে বাধা বা বিয়ে ভাঙ্গা, শত্রুতা সৃষ্টি করা, বান মারা, দুঃস্বপ্ন বা ভয়ের স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নে খাওয়া, ঘুমের মধ্যে কেঁপে উঠা, বোবায় ধরা, মানসিক সমস্যা, ওয়াসওয়াসা, তোতলামি, অলসতা, ক্লান্তি, শারিরিক দুর্বলতা, সন্দেহ, ভয়ের স্বপ্ন, অনিদ্রা, পারিবারিক সম্পর্কে সমস্যা, এংজাইটি এন্ড স্ট্রেস, প্যানিক অ্যাটাক, Tension, বিষাদগ্রস্ততা, Depression, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, ফবিয়া, সিজোফ্রেনিয়া, Schizophrenia, চিন্তার ভ্রান্তি, Problems of Thought, হিষ্টিরিয়া, ক্রমাগত মাথাব্যথ্যা, পেট ব্যথ্যা, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, নেশা ও আসক্তির সমস্যা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা, Personality Disorder, মেজাজের সমস্যা, একের পর এক অসুস্থতা, ইনকাম বা ক্যারিয়ারে সমস্যা, সহিংসতা, অহেতুক ভয়, আজগবী কথাবার্তা, আত্মবিশ্বাস কম বা নাই, রাগ এবং ভঙ্গচুর, অতিরিক্ত দানশীলতা, অব্যাহত অক্ষমতা, অসামাজিকতা, পেশাগত অক্ষমতা, অস্থিরতা, মাইগ্রেন, যৌনাসক্তি, সূচিবায়ূ, মুড সুইং, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, ম্যানিয়া, Anger, ক্রোধ, Panic, আতংক, Anxiety, Assertiveness, জেদ, Stress, কঠিন চাপ, Chronic Pain, দুরারোগ্য ব্যথ্যা, Phobias, বিতৃষ্ণা, Bereavement, শোকে কাতর, উদ্যমহীন, Sleep Problems, ঘুমের ব্যঘাত, Shyness, Addiction, Feel in Crisis, সংকট অনুভব করা, Back pain & Neck pain, কোমর ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, ফ্রেন্ড লেস, শারিরিক সমস্যা ইত্যাদি।

•• তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার, কারণ এ গুলো নিয়ে আমাদের সমাজে তিনটি বড় সমস্যা দেখা যায়:

১। শরীরে বা মনে কোন সমস্যা দেখা দিলেই মানুষ মনে করে এটা জিন, বদনজর বা যাদু। এবং কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Assessment) ছাড়াই তারা দৌঁড়ায় ঝাঁড় ফুঁকের জন্য। ফলে অনেক সময় কাজ হয় না, কাজেই অযথা পেরেশানিতে পড়তে হয়।

২। কিছু মতলববাজ ব্যবসায়ী এটাকে ইনকামের একটা পন্থা বানিয়ে নানা ভয় ভীতি দেখায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এবং তাদের দূর্বলতার সুযোগে অনেক টাকা হাতিয়ে নেয়।

৩। এর চেয়েও মারাত্মক হলো মানুষ এগুলো থেকে বাঁচার জন্য জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে নানা রকম শিরক ও বিদআতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফলে রোগ ভালো হোক বা না হোক, ঈমান টা চলে যায়।

•• রুকিয়ার রোগীর আলামত সমূহ:

১. আল্লাহর এবং আনুগত্যমুলক নেক কাজ থেকে বিরত থাকা বিশেষ করে সালাত ও কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে।

২. হঠাৎ করে কোন ভালবাসার জিনিস ঘৃণা বা ঘৃণিত জিনিস ভালবাসায় পরিণত হওয়া।

৩. অন্তরে সন্কীর্ণতা অনুভব করা, বিশেষ করে আসর ও মাগরিবের সালাতের পর।

৪. সুস্পষ্ট কোন ডাক্তারী কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরণের ও বেশি বেশি রাগ করা।

৫. দৈহিক কোন কারণ ছাড়াই সব সময় মাথা ব্যথা লেগে থাকা।

৬. বার বার মাথা ধরা, বমি করা কিংবা চেহারা ফ্যাকাশে বা নিল হওয়া।

৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকা কিংবা একে অন্যের প্রতি বিকর্ষণ হয়ে যাওয়া।

৮. সদা শ্রান্ত-ক্লান্ত, কাজে-কর্মে, পড়া-লেখায় অনাগ্রহ ও খাওয়াতে রুচি না থাকা।

৯. মাথা ধরা, মাথা ঘুরা, সামান্যতে বেশী রেগে যাওয়া এবং ভাংচুর ও মারধর করা।

১০. মনের মধ্যে বেশী বেশী ওয়াস ওয়াসা, সূচিবায়ূ, চাঞ্চল হওয়া ও বেশী ভুলে যাওয়া।

১১. দুশ্চিন্তা, হতাশা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, আতংক ও বেশী ভয়ে ভীত থাকা।

১২. দৃষ্টি শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পাওয়া এমনকি কোন বস্তুকে বাঁকা বা তীর্যক দেখা।

১৩. যৌন শক্তি লোপ বা স্বামী/স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া ও সহবাসে অনীহা।

১৪. খাবার ও পানীয় গলায় আটকা আটকা ভাব বা সঠিক রুচি না থাকা।

১৫. অনিয়ন্ত্রিত কথা-বার্তা, অত্যাধিক ক্রোধ এবং ইচ্ছা শক্তির বিলোপ ঘটা।

১৬. এলোমেলো চিন্তা করা।

১৭. অস্বাভাবিক মাত্রায় চেতনা ও স্মরণশক্তি (ভুলে যাওয়ার প্রবণতা) লোপ পাওয়া।

১৮. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শৈথিল্যতা, স্নায়বিক বৈকল্যতা এবং অধিক মাত্রায় দৈহিক অলসতার কারণে কর্মস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটা।

১৯. সর্বদা মানসিক অস্থিরতা-অশান্তি ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকা এবং সব সময় সংকীর্ণ মানসিকতায় জড়িয়ে থাকা।

২০. রাতে সহজে ঘুম না আসা এবং ঘুমে বিঘ্ন ঘটা।

২১. ঘুমের ঘুরে কারো সাথে কথা বলা অথবা উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করা।

২২. ঘুমন্ত অবস্থায় হাসা, কাঁদা অথবা চিৎকার করা।

২৩. বারবার ও কষ্টদায়ক আক্রমনাত্মক স্বপ্ন দেখা। কষ্টদায়ক জীবজন্তু দেখা। যেমন: সাপ, বিচ্ছু, কুকুর, বিড়াল, দৈত্য-দানব, কালো বিড়াল, টয়লেট, মাছ ইত্যাদি ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।

২৪. হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে হাটা আরম্ভ করা। অথচ সে বুঝতে পারে না।

২৫. ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কাটা, উঁচু স্থান থেকে পড়ে যেতে দেখা, কবরস্থানের মধ্যে হাটা বা নির্জন ও ভীতিকর জায়গায় গমন করা।

২৬. ঘুমন্ত অবস্থায় অদ্ভুত ধরনের লোক স্বপ্নে দেখা; যেমন অত্যাধিক লম্বাকৃতি কিংবা বেঁটে।

২৭. অতিরিক্ত লাজুকতা (অধিক লজ্জা বা ভীরুতা এবং জন-মানব থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকতে পছন্দ করা)।

২৮. ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাতে ভাল লাগে না অথবা তাদের সাথে রুঢ়, নির্মম আচরণ করা। বেশী বেশী পারিবারিক সমস্যায় উদ্ভব হওয়া।

২৯. সুন্দর ও সফল জীবনে ব্যর্থতা আর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া।

৩০. শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন ব্যথা-বেদনা সমস্যা দেখা দিলে তা আধুনিক কোন ঔষধে নিরাময় না হওয়া। ছোঁয়াচে, এলার্জি সর্দি-কাশি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও চিকিৎসায় উপকার না পাওয়া।

•• জিন ধরার লক্ষণ সমূহ:

১। দেহের অংগ প্রত্যাংগ সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না। হাটা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ কাজ, চিন্তা ভাবনা কোনটাই ঠিক মত করতে পারে না। সঠিক হুশ না থাকা, বেশি বেশি ভুলে যাওয়া। কাউকে ঠিক মত চিনতে না পারা। ডাক্তারের কোন পরীক্ষায় রোগ খুঁজে না পাওয়া।

২। সব সময় মাথায় ব্যথা থাকা, ওষুধে ভাল না হওয়া।

৩। মাঝে মাঝে অজ্ঞান বা বেহুশ হয় এবং ভুল কথা বলে বা গান গায় ইত্যাদি।

৪। শরীরে যেন পিপড়া হাঁটতেছে এমন মনে হবে।

৫। সব সময় বিক্ষিপ্ত মনে থাকে, চিন্তা ভাবনায় কোন মিল বা যুক্তি থাকে না, মনে মনে সব সময় সন্দেহ এবং বাজে চিন্তা চলতেই থাকে।

৬। ঘর, ঘরের লোকজন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কাউকে সহ্য হয় না বা ভাল লাগে না।

৭। যিকির, কোরআন, সালাত, সিয়াম ভালো কাজ দেখলে বা করলে আগুনের মত কষ্টদায়ক মনে হবে।

৮। বিনা কারণে কাদা, হাসা, চিৎকার করা, সবসময় মন মরা থাকা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকা।

৯। নোংরা জিনিষ পছন্দ করা, চুল না কাটা, নখ লম্বা করা, গোসল না করা, টয়লেট বা বাথরুমে বেশিক্ষণ থাকা।

১০। একাকিত্ব ভালো লাগে, কারো সাথে মিশতে ভাল লাগে না।

১১। চোখের সামনে বা শরীরের সাথে কিছু চলাচল দেখবে, যা আসলে ভয়ংকর বা আশ্চর্য। কখনো ছায়া দেখবে, কখনো সাপ বা কালো বিড়াল ইত্যাদি দেখবে।

১২। কবর, বাগান, ঝোপঝাড় ভালো লাগে। গান নেশাদ্রব্য, দূর্গন্ধযুক্ত খাদ্য ভালো লাগে।

১৩। রেগে গেলে শরীরের শক্তি বেড়ে যায়, কয়েকজনেও রোগীকে আটকে রাখতে পারে না।

১৪। কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ হার্টবীট বেড়ে যায়।

১৫। রাতে ঘুম না হওয়া এবং বিষন্নতায় ভেংগে পড়া।

১৬। প্রতি রাতেই মারাত্মক দুঃস্বপ্ন দেখা, যা প্রায় একই রকম এবং রোগী খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বিড়াল, কুকুর, সাপ, ভয়ংকর জন্তু জানোয়ার বেশি বেশি দেখা।

১৭। প্রায় রাতেই স্বপ্নে চার্চ, মন্দির, গীর্জা বা প্রিস্ট বা সন্যাসিদের দেখা, তার সাথে মিউজিক বা ঘন্টার ধ্বনি শুনতে থাকা।

১৮। কোরআন তিলাওয়াত শুনলেই গায়ে আগুন ধরে যাবে। বিশেষ করে রুকিয়ার আয়াত গুলোতে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

১৯। জিনে ধরা রোগী প্রায়ই ভিতু থাকে।

•• বদনজর ও যাদুর লক্ষণ সমূহ:

১। যাদু ও বদনজরের কারণে শিশুদের শরীরে নানা ধরণের বেদনা, বমি, ঘনঘন পায়খানা, চিৎকার করে কান্না ইত্যাদি হতে পারে।

২। ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়। ভালোবাসা ঘৃণায় পরিবর্তন হয়ে যায়, শরীর ভেংগে যায়, ইবাদাত অসহ্য মনে হয়, খারাপ কাজ করতেই সারাদিন মন চায়, সব সময় রাগ রাগ স্বভাব হয়ে যায়।

৩। খুব ই সেন্সেটিভ হয়ে যাওয়া, খুব দ্রুত রেগে যায়। ভাঙ্গচুর করা এবং সব সময় আতংকে থাকা।

৪। কোন কাজ গুছিয়ে করতে না পারা, কিছু ভুল করলে অতিরিক্ত অনুশোচনা করা, কারো রাগ দেখালে ভেঙ্গে পড়া।

৫। মেয়েরা জরায়ুতে বেশি ব্যথা অনুভব করা এবং সব সময় মরে যেতে ইচ্ছা করে।

৬। ছেলেদের পিঠের হাড়ের নিচের দিকেই ব্যথা অনুভব করা।

৭। খাওয়ার সময় খুব বাজে একটা গন্ধ লাগে, মানুষের শরীরের গন্ধ, মরা বা পঁচা জিনিসের গন্ধ।

৮। কোরআন তিলাওয়াতের সময় বেহুশ হয়ে যাওয়া এবং পেটে অদ্ভুত আওয়াজ বোধ করবে।

৯। কোরআন তিলাওয়াত শুনলে খুব কান্না কাটি করা, বিশেষ করে আয়াতে সিহর বা যাদুর আয়াতসমূহ শুনলে।

১০। বেশি বেশি ভুলে যাওয়া।

১১। চোখের সামনে কালো সুতো, কালো চুল, কালো ছায়া ইত্যাদি দেখা।

১২। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হতে পারে, ওষুধ খেয়েও কোন কাজ হয়না।

১৩। বদহজম, পেটে খুব বেশি গ্যাস হওয়া, সব সময় বমি বমি থাকা, বিশেষ করে কোরআন তিলাওয়াতের সময় এমন হয়।

১৪। মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অসম্ভব ব্যথা অনুভব হয় এবং ওষুধেও ভাল হয় না।

১৬। শরীরের ভিতর কিছু চলে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়।

১৭। প্রচন্ড বা ঘন-ঘন মাথা ব্যথা করা।

১৮। গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হওয়া।

১৯। ভয়ন্কর স্বপ্ন দেখা।

২০। যৌনশক্তি হারিয়ে যাওয়া।

২১। কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রতি ঝোকে পড়া, সে বা তাদের কথামত কাজ-কর্ম করা। অন্য কারো সু-পরামর্শ গ্রহণ না করা।

•• চিকিৎসা:

• দুঃখ-কষ্ট দুর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই ভালো-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোনো মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম।

• মাধ্যম দুই প্রকার। (১) **শরীয়তী মাধ্যম** (২) **প্রকৃতিগত মাধ্যম**

• শরীয়তী মাধ্যম: যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন: দু 'আ এবং শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক। শরীয়তী মাধ্যম সমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দুরীভূত করে।

সুতরাং এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই এগুলি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, এগুলি হচ্ছে মাধ্যম। তাই ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহরই উপর, মাধ্যমের উপর নয়। কেননা, তিনিই এই সমস্ত মাধ্যম সমূহ তৈরী করেছেন। এগুলি দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল দান করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। অতএব, শুরু, শেষ তথা সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল (ভরসা) থাকতে হবে তাঁরই উপর।

• প্রকৃতিগত মাধ্যম: এটা হচ্ছে বস্তু এবং তার প্রভাবের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, যা খুবই স্পষ্ট, এমনকি মানুষ সেটা বাস্তবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন: পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। শীতবস্ত্র শীত নিবারণের মাধ্যম। তদ্রূপ বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী করা ঔষধ রোগ জীবানু ধ্বংস করে দেয়। এ সবই হচ্ছে প্রাকৃতিক মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। কারণ, এগুলি ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা,

যিনি এ সমস্ত জিনিসে নির্দিষ্ট গুণাবলী দান করেছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এসব গুণ বাতিল করে দিতে পারেন। যেমন: বাতিল করেছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের দাহণ শক্তি।

•• মানসিক রোগ ও প্রতিকার:

• আধুনিক বিশ্ব নানা ধরণের প্রতিকুল পরিবেশ পরিস্থিতি ও সমস্যার মধ্যে ডুবে আছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি। বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ যথা: অস্থিরতা, চেহারার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন, বিরক্তি ও যেকোন ব্যাপারে অনিশ্চয়তা এবং স্নায়বিক বৈকল্যতা ইত্যাদি। আর এর কারণ হল আজকের সমাজ আধুনিকতার নামে অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্ধকারে ডুবে আছে এবং শুধুমাত্র বাহ্যিক চাকচিক্যতার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ ছাড়াও রক্তচাপ, বহুমুত্র, বিভিন্ন প্রকার পেটের পিড়া, অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষত রোগ, বদহজম এবং অন্যান্য রোগ-ব্যাধি। এসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুটি মত পাওয়া যায়:

• **প্রথম মত:** শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসকের স্বরণাপন্ন হওয়া এবং নবাবিস্কৃত ঔষধপত্র ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে যিকির-দু' আর সমন্বয়ে রুকিয়াহ এর মাধ্যমে চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া। কেননা, এতে কোন উপকার হয় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রুকিয়াহ, জ্বিন-যাদু বিশ্বাসই করে না।

• **দ্বিতীয় মত:** শুধুমাত্র যিকির-দু' আর উপর নির্ভর করে রুকিয়াহ দ্বারা সব রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে। এটা ব্যতীত আধুনিক পদ্ধতিতে ডাক্তার, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা ফলপ্রসূ হবে না এবং তা অপ্রয়োজনীয়।

• উপরোক্ত মতামতদ্বয়ের পর্যালোচনা:

আমরা মনে করি উল্লিখিত দুটি মতই বিভ্রান্তিকর। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সঠিক বলে দাবী করছে। অথচ সঠিক কথা হলো যে, সর্বপ্রকার আধূনিক চিকিৎসা এবং শরীয়ত সম্মত রুকিয়াহ কে আলাদা করে ভাবা ঠিক নয়। অবস্থাভেদে একটা অপরটার বিকল্প নয় বরং উভয়টারই প্রয়োজন আছে।

বিশিষ্ট্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ছুবায়ঈ বলেন: চোখ লাগা (বদ নজর), জ্বীন-যাদু ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রধান কারণ। *{মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ, সংখ্যা-১৪৭৯, তারিখ-১০/০৯/১৪১৫ হিজরী}*

•• একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: আধুনিক ডাক্তারী চিকিৎসা এবং রুকিয়াহ কোনটা চিকিৎসার সময় অগ্রাধিকার পাবে?

• উত্তর: {দেখুন: আররুক্বিয়া অর-রুক্বাহ, পৃষ্ঠা-৬৪, খলিল বিন ইব্রাহীম আমীন।} কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য যিকির-দু' আ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ভিত্তিমূল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কুরআন তেলাওয়াত (অধ্যয়ন) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফরজ-ওয়াজিব সমুহ পালন করা এবং অন্য যা কিছু রবের সাথে বান্দাহর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তা একনিষ্ঠভাবে পালন করা। রুকিয়াহ কুরআন পাঠ (তেলাওয়াত) যিকির দু' আ সমূহ রোগ নিরাময়সহ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে। আর যখন বাহ্যিক ও ঈমানী উন্নতি সাধিত হয় তখন শরীরের যাবতীয় মানসিক রোগ-ব্যধি প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

•• রুকিয়াহ শারিয়াহ (الرقية الشرعية/Ruqyah Shariah) কি ও কেন?

• রুকাইয়্যা (Ruqyah) অর্থ সাপ্লিকেশন (supplication) আন্তরিক প্রার্থনা অথবা কোন অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করার জন্য ভাল না হওয়া পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে নিবিড়ভাবে দোয়া চালিয়ে যাওয়া। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া রয়েছে। তবে বিশেষ করে যাদু টোনা, তন্ত্র, মন্ত্র কুফরি কালো যাদু (Black Magic), অথবা জ্বীন (Jinn Affliction), বিশেষ করে জ্বীনের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে মানুষেরা যে কষ্ট, ক্লেশ, দুঃখ, যন্ত্রণা পায় এবং মানুষ কর্তৃক বদ নজর (The Evileye) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআন-হাদিসের আলোকে যে দোয়া-দরুদ গুলো বর্নীত হয়েছে সে গুলো সহী শুদ্ধ ভাবে তেলাওয়াত করে রুকিয়াহ করা হয়।

• রুকিয়াহ (رقية) আরবী শব্দ। যা বহুবচনে রুকা। রুকিয়াহ অর্থ ঝাড়-ফুঁক। আল্লাহর নাম-গুনাবলী, কুরআনের আয়াত, সূরা এবং রাসূল (সা.) উপস্থাপিত দু' আ মাসুরা পাঠ করে কোন মুসলিম ব্যক্তি নিজের উপর অথবা সন্তানদের উপর অথবা তার পরিবার পরিজনদের উপর ফুঁক দিয়ে, মানুষ ও জ্বীনের কুমন্ত্রণা -কুদৃষ্টি এবং মানসিক রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে। এমনকি জ্বীন-যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং অংগ-প্রত্যঙ্গের রোগ ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এটাই হল শারি 'আহ সম্মত বৈধ বা জায়েয ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা (Ruqyah Shariah)।

• রুকিয়ার স্প্রালিমেন্টারী বা সহায়ক হিসাবে আরো কিছু জিনিস ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন: যমমমের পানি, বৃষ্টির পানি, রুকিয়া করা পানি, মধু, সানা পাতার জুস বা রস, অলিভ ওয়েল বা জয়তুন তেল, অ্যাপল সিডার ভিনেগার, রুকিয়ার গোসল, আজওয়া খেজুর, হিজামা বা কাপিং, কস্টাস ইত্যাদি।

• অনেকেই শারি 'আহ সম্মত রুকিয়াহ এবং অন্যান্য নাজায়েজ রুকিয়াহ বা যাদু ও বান-টোনার মধ্যে পার্থক্য কি তা জানে না। আর সঠিকভাবে না জানার কারণে তারা বিভিন্ন সমস্যা হলেই তথাকথিত যাদুকর, ফকির, আধ্যাত্মিক দরবেশদের কাছে আশ্রয় নেয়।

• এভাবে তাদের কাছে যারা যান তারা তাদের ঈমান ও আক্বীদাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অবস্থা এমন যে, অবহেলা আর অসতর্কতার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছেন। সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল আছে কিনা তা তিনিই ভাল জানেন। তবে আমাদের মনে হচ্ছে যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল নেই এবং ধৈর্য ও নেই; আছে শুধু শারি 'আহ সম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে অজ্ঞতা আর অবহেলা।

•• রুকিয়াহ (Ruqyah)-এর বৈধতা সংক্রান্ত হাদীস সমূহ:

• রুকিয়াহ এর ব্যাপারে হাদীসের অনেক দলীল-প্রমাণ আছে। যথা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ, আমল ও স্বীকৃতি।

১. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "উত্তম চিকিৎসা হলো 'কুরআন'। *{সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/৩৫৩৩, (তাপা); হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ}*

২. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখনই অসুস্থ হয়ে যেতেন তখনই কিছু পাঠ করে নিজ শরীরে রুকিয়াহ করতেন। আর যখন তিনি কঠিন পিড়ায় আক্রান্ত হতেন তখন আমি পাঠ করে বরকত লাভের আশায় তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর শরীরে বুলিয়ে দিতাম। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০০}*

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শিরক মুক্ত রুকিয়াহ করাতে কোন আপত্তি নেই"। *{সহীহ মুসলিম হা/৫৬২৫}*

৪. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কারো উপকার করতে পারে তাহলে সে যেন তা করে"। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৬২০, ৫৬২২-২৪}*

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে সালমা (রা.)-এর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারায় (বদ নজর লাগার) চিহ্ন (চেহারা কৃষ্ণকার হওয়া কিংবা স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন হয়ে অন্য বর্ণ ধারণ করা) ছিল, তখন রাসূল (সা.) বললেন "এর জন্য তোমরা রুকিয়াহ করো। কেননা সে বদ-নজরে আক্রান্ত হয়েছে"। *{সহীহুল বুখারী, হা/৫৭৩৯; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৮}*

৬. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আয়শা (রা.) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বদ-নজরে আক্রান্তকে রুকিয়াহ করার আদেশ দিয়েছেন"। *{সহীহুল বুখারী, হা/৫৭৩৮; সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৩}*

৭. জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক নবী (সা.)-কে রুকিয়াহ করার বর্ণনাও পাওয়া যায়। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৯২, ৫৫৯৩}*

৮. আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু 'আববিযাতাইন' {সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস-কে 'মু 'আববিযাতাইন' বলা হয়।} সূরাগুলো পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন"। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০৭-৯}*

৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) চোখ লাগা, বিষাক্ত জন্তুর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা থেকে বেঁচে থাকতে রুকিয়ার অনুমতি দিয়েছেন"। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৬১৭}*

•• রুকিয়াহ (Ruqyah) শিরকমুক্ত হতে হবে:

• 'আওফ বিন মালিক আল্ আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী (অন্ধকার) যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র দিয়ে রুকিয়াহ করতাম। এজন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আবেদন করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, রুকিয়াতে কোন দোষ নেই- যদি তাতে কোন শিরক (জাতিয় কথা) না থাকে। *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৬২৫}*

•• ঔষধের সাথে রুকিয়াহ:

আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত আদায় রত ছিলেন। তদবস্থায় তিনি যমীনে হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। সাথে সাথে তিনি জুতা দ্বারা আঘাত করে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। তারপর সালাত শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। সে নামাযী, বেনামাযী অথবা বলেছেন, নবী বা অন্যলোক কাকেও রেহাই দেয় না। এরপর তিনি কিছু লবণ এবং পানি নিয়ে তা একটি পাত্রে মিশ্রিত করলেন। তারপর আঙ্গুলের দৃষ্টস্থানে পানি ঢালতে এবং দৃষ্ট স্থানটি মুছতে লাগলেন। আর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস দ্বারা স্থানটিকে ঝাড়তে লাগলেন। *{বায়হাকী হাদীসটি শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন; মিশকাত, হা/৪৫৬৭; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস) হা/৪৩৬৬; সানাদ সহীহ}*

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঔষধ ব্যবহারের সাথে সাথে রুকিয়াহও করেছেন। অর্থাৎ কমবাইন্ড ট্রিটমেন্ট করা।

•• রুকিয়া কেন কাজ করে না:

তবে এখানে একটা বিষয় ভাল করে খেয়াল করা প্রয়োজন, যে সকল আয়াত ও দোয়া দ্বারা রুকিয়া করা হয়, সেগুলোই সরাসরি উপকারী। কিন্তু রাক্বীর বা রুকিয়া গ্রহণকারীর আত্মবিশ্বাস ও রুকিয়ার ত্রুটি থাকার কারণে অনেক সময় রোগমুক্তি বিলম্বিত হয় বা রোগ মুক্তি মোটেই হয় না। যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ সেবনে ত্রুটি করলে হয়ে থাকে।

•• রুকিয়ার দ্বারা চিকিৎসা দু'ভাবে হয়ে থাকে:

১. রোগীর নিজের পক্ষ থেকে।

২. চিকিৎসকের পক্ষ থেকে।

উভয়ের ক্ষেত্রে রুকিয়া পূর্ণ সফলকাম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য।

এক. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও তার প্রতি ভরসা রাখা। তার ইচ্ছায়ই সব কিছু হয় ও তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না এবং মুমিনদের প্রতি তিনি দয়াশীল- এ ধ্যান অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকা।

দুই. যে আয়াত ও দোয়া দ্বারা রুকিয়া করা হচ্ছে, তা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা এবং অনারব হলে সে গুলোর অর্থ বুঝার চেষ্টায় থাকা।

•• রুকিয়াহ (Ruqyah) দু 'প্রকারের:

(১) বৈধ ঝাড়-ফুঁক/হালাল ও শরিয়ত সম্মত রুকিয়াহ

(২) অবৈধ ঝাড়-ফুঁক/হারাম ও শিরকী রুকিয়াহ।

•• বৈধ রুকিয়াহ এর শর্তবলী:

১. রুকিয়াহ শারিয়াহ অবশ্যই আল্লাহর বানী (কুরআন) এবং আল্লাহর নাম অথবা গুনাবলী দ্বারা হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন: 'আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত' । *{আল কুরআন, সূরা ইসরা, আয়াত-৮২}*

২. রুকিয়াহ অবশ্যই আরবী অথবা অন্য ভাষায় অর্থবোধক বাক্যে হতে হবে।

৩. বিশ্বাস করতে হবে যে, শিফা বা রোগমুক্তি আল্লাহর থেকে হয়ে থাকে; রুকিয়াহ শারিয়াহ একটি বৈধ মাধ্যম মাত্র।

৪. ঝাড়-ফুঁক নিষিদ্ধ ও অপবিত্র স্থানে করা যাবে না। যেমন: টয়লেট, কবরস্থান ইত্যাদি। *{বিস্তারিত দেখুন: যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি, লেখক: ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম বালী}*

•• রুকিয়া শিরকীয়া বা অবৈধ চিকিৎসার ক্ষতিকর দিক সমূহ:

১। ঈমান নষ্টকারী শিরকী চিকিৎসা। এটি ব্যবহারে ফলে ব্যবহারকারী ঈমান নষ্ট বা ভঙ্গ হয়ে যায়।

২। অবৈধ রুকিয়া বা শরিয়ত বর্হিভুত চিকিৎসার ব্যবহারের ফলে আমলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

৩। অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের সাথে সম্পদ ও ইজ্জতও হারিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমীন!!

•• রুকিয়াহ শিরকীয়া ও হারাম তদবীর:

• রুকিয়াহ শিরকীয়া ও হারাম তদবীর বহু। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. বড় অপবিত্রতা অবস্থায় ঝাড়-ফুঁক করা।

২. শিরকী, কুফরী অথবা অর্থ বুঝা যায় না এমন বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

৩. জ্বীনের কাছে আশ্রয় চাওয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 'আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল'। *{আল কুরআন, সূরা আল জ্বীন, আয়াত-৬}*

৪. যাদু করা, করানো এবং যাদু দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা।

যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে আনন্দ দেয়া হয় এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাসিল করে তার সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের শামিল। *{মুসনাদে আহমদ, সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৮৩; সানাদ সহীহ}*

৫. গণক বা জ্যোতির্বিধের কাছে যাওয়া বা গণক বা জ্যোতির্বিধের কথা বিশ্বাস করা।

নবী (সা.)-এর কতক স্ত্রীর সানাদে নাবী (সা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক 'আরাফ' -এর (গণক/জ্যোতির্বিদের) নিকট গেল এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, তার চল্লিশ রাত্রি সালাত কবুল হবে না *{সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১৪}*।

৬. রাশীচক্রে বিশ্বাস করা বা করানো।

৭. কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া।

৮. তাবীজ বা তামীমা বা রক্ষা কবজ ব্যবহার করা।

• উকবা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তামীমা (তাবীজ) ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না। *{হাকেম, মুসনাদে আহমদ, হা/১৬৭৬৩; সানাদ সহীহ}*

• উকবা বিন আমের আল-জোহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর দলটির নয়জনকে বায়াত করালেন এবং একজনকে করালেন না। তারা বলল, হে আল্লার রাসূল (সা) নয়জনকে

বায়াত করালেন, আর একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তার সাথে একটা তামীমা (তাবীজ বা রক্ষা কবজ) রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বায়াত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তামীমা (তাবীজ বা রক্ষা কবজ) ব্যবহার করল সে শিরক করল। *{হাকেম, মুসনাদে আহমদ, হা/১৬৭৭১; সানাদ সহীহ}*

• একদা হুজায়ফা (রা.) এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিঁড়ে ফেললেন এবং وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শিরক করে। *সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৬*) আয়াতটি পাঠ করেন। *{তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা ইউসুফ এর ১০৬নং আয়াতের তাফসীর দেখুন}*

• আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী জায়নব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ বাহির থেকে এসে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলতেন, যাতে তিনি এসে আমাদেরকে তার অপছন্দ অবস্থায় না দেখেন। তিনি বললেন, একদিন আব্দুল্লাহ আসলেন এবং কাশি দিলেন। তখন আমার কাছে এক বৃদ্ধা ছিল। সে আমাকে চর্ম রোগের জন্য রুকিয়াহ দিচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে আমি খাটের নিচে লুকিয়ে রাখলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন- এই তাগাটা কি? আমি বললাম, এই সুতার মধ্যে আমার জন্য রুকিয়াহ দেয়া হয়েছে। আমি একথা বলার পর আব্দুল্লাহ তাগাটা কেটে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহ্র পরিবারবর্গ শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে শুনেছি:

"মন্ত্র, {এখানে নিসিদ্ধ ঝাড়-ফুঁক বা মন্ত্র -কে শিরক বলা হয়েছে। শরিয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস বিদ্যমান

রয়েছে। কিছু সহীহ হাদীস এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।} তাবিজাবলী এবং ভালোবাসা সৃষ্টির তাবীজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক"। *{সুনান আবু দাউদ, হা/৩৮৮৩; মুসনাদে আহমদ, হাকেম, সুনান ইবনে মাজাহ; সানাদ সহীহ; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৪৩৫৩}*

• ঈসা বিন আব্দুর রহমান ইবনু আবু লাইলা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ্ বিন 'ওকাইম (রা.) অসুস্থ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কোন তাবীজ কবজ নিলেই তো ভালো হয়ে যেতেন। তিনি বলেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নবী (সা.) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবিজ-তুমার বা রক্ষাকবচ), তাঁকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে"। *{সহীহ আত-তিরমিযী, হা/ ২০৭২; মুসনাদে আহমদ, হাকেম, সুনান ইবনে মাজাহ; সানাদ সহীহ}*

• রোআইফা বিন ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "হে রোআইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। অতএব, লোকদেরকে এ কথা বলে দেবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিল অথবা খেজুরের ডাল লটকালো কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করল তার সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন সম্পর্ক নেই"। *{সুনান আবু দাউদ, মিশকাত (আরবী) হা/৩৫১; মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৩২৪; সানাদ সহীহ}*

•• রুকিয়া ও তদবীরের উপকরণ ও দু 'ধরণের:

(ক) রুকিয়াহ শিরকীয়া (প্রচলিত নাজায়েজ বা হারাম রুকিয়া ও তদবীর)-এর উপকরণ সমূহ:

• লোহা বা তাবিজ দিয়ে ঘর বন্ধ করা • রক্ত, হাড্ডি, নখ, চুল, শিকড় • তালাবি, হিসার বা আজিরাত • অন্যের জন্য ইসতিখারা করা ও আর্জি পেশ • ডিম ভাঙ্গা • পেরেক মারা • বান কাটানো • জ্বিনের সাহায্যে চিকিৎসা বা তদবির করা • পুকুরের পানি বা নদীর পানি দিয়ে চিকিৎসা • তাবিজ • কড়ি • তাগা • গণক বা সাধকের মাধ্যমে তদবির করা • রোগীর নাম ও রোগীর মায়ের নামের মাধ্যমে তদবির করা • রোগীর ব্যবহারী কাপড়ের মাধ্যমে তদবির করা • বান মারা • জ্বীনের মাধ্যমে হাজিরাত করা • পশুর রক্ত দিয়ে তদবির করা • বুঝা যায় না এমন বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুক করা • তাবিজ পুড়ানো • ধোয়া গ্রহণ • হিন্দু, ঋষি বা বেনামাজী কবিরাজে মাধ্যমে তদবির করা • কবর বা রাস্তার মাটি দিয়ে তদবির করা • পাখি, মাছ ইত্যাদি পশুর মধ্যে তাবিজ বাধা • টুটকা করা • মাজারে সিন্নি, সদকা, গরু-ছাগল-মুরগির মান্নত পাঠিয়ে তালাবি করা • মন্দির ও মাজারে মোমবাতি/আগরবাতি দিয়ে তালাবি দেওয়া • বড় তসবিহ, অজিফার খতম, খতমে নারী, খতমে ইউনুস, ফাতেহা শরীফ, বুখারী খতম • আসর বসিয়ে তদবীর করা ইত্যাদি।

(খ) রুকিয়াহ শারিয়াহ (হালাল রুকিয়া ও তদবীর)-এর উপকরণ সমূহ:

• কুরআনিক তেলাওয়াত • সুন্নাতী দু 'আ বা যিকির • আল্লাহ নাম ও গুনাবলীর সাহায্যে • দু 'আর মাধ্যমে শরীর বন্ধ করা • সুন্নাতী তরিকায় ঘর বন্ধ করা • সুন্নাতী তরিকায় শরীর বন্ধ করা • জমজমের পানি • বৃষ্টির পানি • সুগন্ধি পানি ব্যবহার করা • রুকিয়ার গোছল • অরগানিক যয়তুন তেল • তীন ফল

• সিরকা (অ্যাপল সিডার ভিনেগার) • অরগানিক মধু • কালোজিরা • কালোজিরার তেল • সামুদ্রিক লবন • সানা পাতা • রুকিয়ার পানি • আজওয়া খেজুর • সুন্নাতী আমলসমূহ • ছিদর পাতা • অন্য কারো অঙ্গ ধোয়া পানি • ঘরে সূরা বাকারা তেলায়াত করা • আতর ব্যবহার • বখোর এর ব্যবহার • মিশক • চন্দন কাঠ (উদ আল হিন্দি/কাসতুল বাহরী) • হিজামা • সকাল-সন্ধার সুন্নাতী যিকির ইত্যাদির মাধ্যমে।

যিনি রুকিয়া করবেন (রাক্বী/চিকিৎসক) এবং যাকে রুকিয়া করা হবে (রোগী) উভয়ে এ বিশ্বাস রাখবে যে, রুকিয়া স্বয়ং নিজে কোন প্রকার প্রভাব করতে পারে না। বরং 'বিইযনিল্লাহ' তথা আল্লাহর অনুমতিতে 'রুকিয়াহ শারিয়াহ' কাজ করে থাকে।

•• যাদুকর (Magician/সাহির) চেনার উপায় ও আলামত:

কোন চিকিৎসক বা কবিরাজের মধ্যে এ সমস্ত লক্ষণ বা আলামতের কোন একটিও পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাবে যে সে যাদুকর (Magician/সাহির)। সে ব্যক্তি হারাম, নাজায়েজ, কুফরী চিকিৎসার সাথে জড়িত। তাথেকে সর্বঅবস্থায় নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে হবে, ঈমান ও ইসলামকে হেফাজত করা জন্য। আলামত গুলি নিম্নরূপ:

১. রোগীর নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞাস করা।
২. রোগীর কোন চিহ্ন গ্রহণ করা। যেমন: নখ, চুল, কাপড় বা কাপড়ের কোন অংশ, টুপী, রুমাল ইত্যাদি।
৩. যবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জীব-জন্তু চাওয়া, এবং তা আল্লাহর নামে যবাই না করা। কখনও তার রক্ত ব্যথার স্থান মাখানো বা বিরান ঘর বা জায়গায় তা নিক্ষেপ করা।
৪. রহস্যময় মায়াজাল বা মন্ত্র লিখা।
৫. অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও মায়াজাল পাঠ করা।
৬. রোগীকে চর্তুভূজ নক্সা বানিয়ে দেয়া, যাতে থাকে অক্ষর বা নম্বর।

৭. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় এক কক্ষে (যাতে আলো প্রবেশ করে না) লোকেদের অন্তরালে থাকার নির্দেশ দেয়া।
৮. রোগীকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যা সাধারণত ৪০ দিন হয়ে থাকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা। এ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে যে, কালো যাদুকর যে জিন ব্যবহার করে সে খ্রিষ্টান।
৯. রোগীকে বা রোগীর পক্ষ হতে কোন জিনিস পুঁতে রাখতে দেয়া।
১০. রোগীকে কিছু পাতা বা তাবিজ দিয়ে তা জ্বালিয়ে তা থেকে ধোয়া গ্রহণ করতে বলা।
১১. অস্পষ্ট কালাম বা কথা দ্বারা তাবীয বানিয়ে দেয়া।
১২. রোগীর কথা বলার বা শুনার পূর্বে তার কিছু বৈশিষ্ট্য বলা, যা কেউ জানে না। অথবা তার (রোগীর) নাম, ঠিকানা, শহর ও রোগের কথা বলে দেয়া।
১৩. ছিন্ন-ছিন্ন অক্ষর লিখে রোগীকে নক্সা বা তাবিয বানিয়ে দেয়া। বা কোন সাদা পাথর লিখে দেয়া ও তা ধুয়ে পানি পান করতে বলা।
১৪. চা-কফি, যে কোন খাবার, দুধ-দই বা মিষ্টি জাতীয় খাবারের সাথে মিশানো।
১৫. কোন জিনিষ মাটিতে বা কবরস্থানে পুঁতে রাখতে বা পেশাব করত বলা।
১৬. নিদৃষ্ট পরিমানে ডিম ভেঙ্গে ফেলা।
১৭. গাছে বা ঘরে পেরেক ডুকানো বা মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা।
১৮. বিভিন্ন পুকুরের বা নদীর পানি দিয়ে চিকিৎসা করা।
আপনি এসব লক্ষণ জেনে বুঝতে পারবেন যে, সে যাদুকর (জিন সাধক)। আপনি অবশ্যই তার নিকট যাওয়া থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন নতুবা আপনার প্রতি নবী (সা.)-এর বাণী প্রযোজ্য হয়ে যাবে:

'যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট এসে সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ

করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।' *{হাসান সনদে বাজ্জার বর্ণনা করেন এবং আহমদ, ২/৪২৯পৃষ্টা ও হাকেম বর্ণনা করেন, আলবানী সহীহ বলেছেন।}*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে ৪০দিন তার সালাত কবুল হবে না'। *{সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৯৫}*

•• জ্বিনের আছর

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বলেছেন- জ্বীনেরা তৈরী ধূয়াহীন আগুন থেকে। *(সুরা আর-রাহমান)* জ্বীন এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্ পাক তৈরী করেছেন একমাত্র তার এবাদত বন্দেগীর জন্য (Only to wordship Allah)। কিন্তু এ কথা হাদিস দ্বারা প্রমানিত যে, জ্বীনদের মধ্যে (evil) অর্থাৎ বদ জ্বীনেরা আছে (Shaytin)। যারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। *(আল বাকারাহ-২৭৫)* বদ জ্বীনের (evil) মত একদল খারাপ মানুষ রয়েছে যারা তাবিজ-তুমার, কুফরি কালাম কিংবা অন্য কোন শয়তানিক কার্য্যকলাপের দ্বারা মানুষকে ক্ষতি করার জন্য ছেহের (যাদু) করে। *(সুরা বাকারাহ-১০২)*

জিন আল্লাহ তাআলার একটা সৃষ্টি। এদের মধ্যে ভালো মন্দ সবটাই আছে। খারাপ যারা, তারা শয়তানকে অনুসরন করে। কিন্তু নবী রাসূল (আ.) দের কে যারা মানে তারা ভালো। মানুষের ক্ষতি তারাই করে যারা খারাপ। তবে নেক মানুষের ক্ষতি যে কেউ করতে পারে না।

•• যাদু/সেহের

কুফরি যাদু কি: কুফরি যাদু যা আরো কয়েকটি নামে পরিচিত। যেমন: কালো যাদু, ব্লাক ম্যাজিক, বান মারা, তাবিজ করা ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশে 'বান মারা' কথাটিই বেশি প্রচলিত। কুফরী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্যের অনিষ্ট করাই হল বান

মারা, আর যেহেতু আল্লাহর হুকুমের বাইরে অপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কাজটি করা হয় তাই একে কুফরি যাদু বলা হয়।

•• কুফরি যাদু কিভাবে কাজ করে: কুফরি যাদু করা হয় অপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

এই মহাবিশ্বের সবকিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। আমরা একমাত্র তারই এবাদত করি। কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা শয়তানের পুজারী, শয়তানের ইবাদত করে। শয়তানকে খুশি করে তারা নানা রকমের কাজ হাসিল করে নেয়। আর শয়তান মানে কেবল ইবলিশ শয়তান নয়। তার অনেক অনুসারী আছে যারা খারাপ জিন। আর আমরা জানি যে জিনেরা জন্মগতভাবে কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। তো এই বিশেষ ক্ষমতাকেই খারাপ কাজে ব্যাবহার করা হয়।

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ আদেশ না মানলে বা আল্লাহ যে কাজগুলি নিষেধ করেছেন সেগুলিই করলে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। তাই কুফরি যাদু করার সময় বলী দেওয়া, আগুন পুজা করা, শয়তানকে মনে প্রাণে ভক্তিভরে ডাকার মতো ঘটনা ঘটে। এতে আল্লাহ হুকুম বরখেলাপ হয় এবং শয়তান খুশি হয়। শয়তান খুশি হয়েই তার অনুগত জিনদের দ্বারা কাজ করিয়ে দেয়। আবার অনেক সময় মৃত প্রাণীর হাড়, কয়লা বা এই জাতীয় জিনিষ উপহার দিয়ে সরাসরি খারাপ জিনদের দ্বারাও কাজ করানো হয়।

•• যাদুর প্রভাব:

কোন ব্যক্তির উপর যাদু করা হলে তা' সে ব্যক্তির হার্ট ও ব্রেইন এ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে CNS (Central Nervous System) তখন উল্টা-পাল্টা নির্দেশনা দিতে থাকে। সাময়িক স্মৃতি ভ্রষ্টতার (Short Time Memory Loss) মধ্যে

পতিত হয়। হার্ট অস্বাভাবিক স্পন্দন বা দ্রুততরভাবে স্পন্দিত হয়। ফলে, রোগীর অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

•• যাদুর চিকিৎসা দু'প্রকার।

এক. যাদু থেকে আত্মরক্ষার জন্য আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে করণীয়।
দুই. যাদু আক্রান্ত হওয়ার পর করনীয়।

•• যাদু আক্রান্ত হওয়ার পর করণীয় বিষয় দু'প্রকার।

প্রথমত: সম্ভব হলে জায়িজ পদ্ধতিতে ঐ যাদু নষ্ট করে দেওয়া এবং যাদুর তাবিজ, গিঁট ইত্যাদি খুজে বের করে ধ্বংস করা। যাদু আক্রান্ত ব্যক্তির মুক্তির এটাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
দ্বিতীয়ত: রুকিয়া শারিয়াহ।

•• বদনজর কী?

নজর অর্থ চোখ বা দেখা বা দৃষ্টিপাত। যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি আশ্চর্য হয়ে কিংবা মজা করে অথবা হিংসা করে দৃষ্টি নিক্ষেপকরত: "বারাকাল্লাহ ফীক" বা "বারাকাল্লাহ ফীহ্" বা "মা-শাআল্লাহ" দোয়া না বলে মনে মনে বা স্বশব্দে তার গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান সে সময় বর্ণিত ব্যক্তি বা জিনিসের মঝে ঢুকে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিগত অনুমতিক্রমেই ক্ষতি করে। চোখ বা দৃষ্টিশক্তি স্বয়ং নিজে কোন ক্ষতি করতে পারে না; তাইতো অন্ধ মানুষের দ্বারাও নজর লাগে। সাধারণত চোখ দ্বারা দেখার পরই দোয়া ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করলে বর্ণিত ব্যক্তির সমস্যা হয় বলে বদনজর বা Evil eye বলা হয়।

বদনজর হলো আল্লাহ্‌র একটি সৃষ্টি। এটি একটি বিশেষ প্রভাব যা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের ওপরে বিস্তার লাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কারো চেহারা অত্যন্ত সুন্দর। কোন একজন লোক তার প্রশংসায় "সত্যিই তুমি কী দারুণ দেখতে!"

বলে উঠল। পরদিন দেখা গেলো সুন্দর চেহারার ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে।

•• হাদীস থেকে বদনজর:

• আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সা.) বলেন: "বদনযর লাগা সত্য" । *{সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৯৪, ৫৫৯৫; সুনান আবু দাউদ হা/৩৮৭৯; সহীহ মুতাওয়াত্তির}*

• মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের অধিকাংশ লোকের -আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার পরে -মৃত্যু হয় বদ-নজরে আক্রান্ত হয়ে" । *{সহীহ আল জামে -৪০২২।}*

• রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ভাগ্যকে কোন জিনিস অতিক্রম করতে সমর্থ হলে কু-দৃষ্টিই তা অতিক্রম করতে পারত' । *{সহীহ আত-তিরমিযী হা/২০৬২; সহীহহা হা/ ১২৫১-১২৫২।}*

• জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, "বদনজর মানুষকে কবরে নিয়ে যায়, আর উটকে নিয়ে যায় রান্নার পাত্রে" । *{আবু নাঈম, হিলিয়াতুল আওলিয়া; সহীহহা হা/১২৫০; সানাদ হাসান।}*

• আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "কারো উপর বদনজর লাগলে নবী করীম (সা.) রুকিয়াহ (ঝাড়-ফুক) করার নির্দেশ দিতেন" । *{সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (বাংলা, মিনা বুক হাউস), হা/৪৩২৮।}*

•• জ্বিন, যাদু, বদনজর, ওসওয়াসা ইত্যাদির সুন্নাতী চিকিৎসা হচ্ছে "রুকিয়া শারিয়াহ"।

চিকিৎসা পদ্ধতি এক:

নিজে নিজে রুকিয়ার আমলসমূহ করবেন, রুকিয়ার তেলাওয়াত করবেন এবং শুনবেন। এটাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় **"সেল্ফ রুকিয়াহ"**।

চিকিৎসা পদ্ধতি দুই:

(১) রোগীকে রুকিয়া বিশেষজ্ঞ দিয়ে এসেসমেন্ট করাতে হবে।

(২) এসেসমেন্ট এর আলোকে রুকিয়ার যে চিকিৎসা গাইডলাইন দেয়া হবে তা মেনে চলতে হবে।

(৩) প্রয়োজনে রাক্বী (যিনি রুকিয়াহ করেন)-কে দিয়ে রুকিয়া করতে হবে।

(৪) "হিজামা" (Cupping) করানোর প্রয়োজন পড়তে পারে।

(৫) সুন্নাতী উপকরণ, হারবাল বা এলোপ্যথিক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা। সুন্নাতী উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মধু, কালোজিরা, যমযমের পানি, বৃষ্টির পানি, রুকিয়া করা পানি, অ্যাপল সিডার ভিনেগার, সানা মাক্কী বা সোনামুখীর রস পান, আজওয়া খেজুর, জায়তুন তেল তথা অলিভ অয়েল, রুকিয়ার গোসল, কুস্ত আল হিন্দি বা বাহরী, কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআন তেলাওয়াত শোনা, অঙ্গ ধোয়া পানি ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধী ও আতর ব্যবহার ইত্যাদি।

-০-